(১)

উনুনের ধোঁয়া ,আর

সেই খোলা ড্রেন

ট্রেনের যাত্রী,চোখে কয়লার গুঁড়ো

এই খুঁদকুড়ো শুধু স্মৃতি হয়ে থাক ।

পুরোনো যা কিছু মানে

নস্টালজিয়া আর ঝাপসা বানানে

ফিরে পেতে চাই না আবার।

আমি চাই ফিরে পেতে

নবারুন রচিত সেই বর্ণমালাগুলি–

‘এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়”

এখনো যা ঝড় হয়ে ওড়ে

আর পোড়ে

পুড়ে যেতে থাকে

মনিভূষনের আর্তনাদ

গান্ধীনগরে সেই রাত।

হে তাত,তুমি সেই ধর্ম,

তুমি পঙ্ক বেছে অবিচল থাকো

নিজেকে প্রশ্ন করে দেখো

কে তোমার স্বজন আর

কে–ই বা তোমার অপর

শরশয্যা জুড়ে তুমি খুঁজে যাও অন্য এক স্বর

যা তোমাকে বিদ্ধ করে চলে ,

অস্তাচলে

আততায়ী খেলে চলে খেলা

তোমার প্রশ্ন নিয়ে আজো দেখ ভেসে যায়

লক্ষ কোটি বেহুলার ভেলা।

এসব কল্পনা শুধু ,মানুষের আদিম ব্যারাম

আমরা কবেই যেন ভুলে গেছি

আমাদেরো ছিল ডাকনাম_

একটাই,

পরিচয়চিহ্নে ছিল একই পাতা ,একই বৃক্ষ, একই ফল

নদী,প্রজাপতি

এক মন্ত্র,এক স্বপ্ন,সান্ধ্য আরতি।

স্বর্গসিঁড়ির খোঁজে গিয়ে

অভিসম্পাতে সেই চিহ্নটুকু ফেলেছি হারিয়ে।

আমি আর আমার অপর

ঘর ভাঙা সাঙ্গ করে ঢেলে দিই

একই বিষ ,এক হাহাকার

একই যন্ত্রনা শুধু ধ্বনি হতে প্রতিধ্বনি হয়

এই মৃত্যু উপত্যকায়

শুধু আর্তনাদ

আমি আর তুমি শুধু ভিন্নপথে

গড়ে তুলি গান্ধীনগরে সেই রাত।

অর্জুন...অর্জুন তুমি...

তুমি হও যুদ্ধের চোখ

তুমি হও সেই ধনুর্বান

তোমার চোখেই বয়ে যাক

বিজেতার কান্নার স্রোত

এ যদি না হয় তবে

বৃথা যুদ্ধ

বৃথা আয়োজন

সময় দিয়েছে সাক্ষ্য

যুদ্ধ মানে শেষমেশ

স্বজন হনন।

কতটা সুদূর হলে বলা যায় হয়েছ অচেনা

কতটা ঘনালে রাত লেখা যায় দিন হল শেষ

কতটা উষ্ণ হলে দুটি হাতে হয় জানাশোনা

কতটা রিক্ত হলে কাছে আসে অচেনা স্বদেশ ?